গাংনীর চাল কান্ডে সরকার ও দলের মান ক্ষুন্ন হয়েছে-এম.এ খালেক

গাংনীর চাল চুয়াডাঙ্গা জব্দ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নাম সংবলিত কাবিখা প্রকল্পের ১২৬৬ বস্তা চাল জব্দ এতেই সরকার ও দলের ভাবমূর্তি চরমভাবে নষ্ট হয়েছে। চাল বিক্রি বৈধ হোক আর অবৈধ হোক সেটি পরের বিষয়।

চাল নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে যে প্রকার চালাচালি শুরু হয়েছে তাতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার আওয়ামী লীগকে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে । এতে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

বুধবার সকাল সাড়ে দশটার সময় উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে এমন কথা বলেছেন। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার প্রশাসন, সহ বিভিন্ন মহল যখন কঠিন সময় পার করছেন তখন সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য একটি মহল উঠে পড়ে লেগেছে।

তেমনি গাংনি উপজেলা কতিপয় সরকারি দপ্তরের অসাধু কর্মচারীদের যোগসাজশে সরকারের সম্পদ লুট করার মহোৎসবে মেতে উঠেছে। সেই মহলটি গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস ও খাদ্য অফিস কে সাথে নিয়ে এ সকল কাজ শুরু করেছে। তিনি আরো বলেন,১২৬৬ বস্তা চাউল খাদ্য অধিদপ্তরের বস্তা সংবলিত গাংনী উপজেলার চাউল চুয়াডাঙ্গায় জব্দ হওয়ার ঘটনায় পৃথক পৃথক যে তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে তাতেও জনগণের চোখে ধুলোখেলা হয়েছে।

এম এ খালেক তদন্ত টিমের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বলেন, একটি শক্ত মহলের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে এসে প্রকাশ্যে উপজেলা পরিষদের সামনে টেবিল পেতে পিআইসি দেরকে যেভাবে জিজ্ঞেস করেছেন তারা মুখ খুলতে সাহস পায়নি। তাছাড়া পিআইসি দের মাধ্যমে উত্তোলনকৃত চাউলের বিষয় কিছুই জানেন না বলে গণমাধ্যমকর্মীদের কে জানিয়েছিলেন। তদন্তের নামে টালবাহানা করা হয়েছে বলেও তিনি এসময় মন্তব্য করেন। নিজ

এলাকার থেকে চাউল নিয়ে চুয়াডাঙ্গা বিক্রির ঘটনায় তিনি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সেই সাথে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টি জনগণের কাছে পরিষ্কার করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানান।

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, জেলা পরিষদের সদস্য মজিরুল ইসলাম,মহিলা সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনা, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাবেক গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতি নেতৃবৃন্দ এসময় পৃথক পৃথক মন্তব্য করেন।

তবে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস সূত্রে সরকারি এক পরিপত্রের সূত্র ধরে বলেন, সরকারি কাবিখা প্রকল্পের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ৫০ থেকে ৬০ পার্সেন্ট এমনকি ৭০ পার্সেন্ট বিক্রি করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস।

বাংলার মানুষের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেই এসেছি: প্রধানমন্ত্রী

করোনাভাইরাসে মৃত্যুর ভয়ে ভীত নন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বলেছেন, আমি তো এখানে বেঁচে থাকার জন্য আসি নাই। আমি তো জীবনটা বাংলার মানুষের জন্য বিলিয়ে দিতেই এসেছি।

বুধবার বিকালে একাদশ জাতীয় সংসদের ৮ম অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লার ওপর আনিত শোক প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি একথা বলেন।

বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মসিউর রহমান রাঙ্গা প্রধানমন্ত্রীকে ঘরে থেকে সংসদ চালানোর পরামর্শ দিলে তার জবাবে প্রধানমন্ত্রী আরও

বলেন, মানুষ মরণশীল। যখন জন্মেছি, মরতে একদিন হবেই। করোনায় মরি, গুলি খেয়ে মরি, বোমা খেয়ে মরি, অসুস্থ হয়ে মরি বা কথা বলতে বলতে মরে যেতে পারি। কাজেই মৃত্যু যেখানে অবধারিত, মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি ভয় পাইনি কখনো, পাবও না।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের বাংলাদেশের ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায়ের কথা স্মরণ করে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বলেন, আমি যখন দেশে ফিরে আসি সেই বাংলাদেশে- যেখানে আমার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে, আমার মা, এমনকি ছোট্ট ভাই শিশু রাসেলও রক্ষা পায়নি। আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর স্ত্রী মারা গেছেন। সাহানা আবদুল্লাহসহ আমাদের পরিবারের বহুজন বুলেটবিদ্ধ। সেই খুনিদের তখন বিচার হয়নি। তাদের ইনডেমনিটি দেয়া হয়েছে। তারা ছিল ক্ষমতায়, যুদ্ধাপরাধীরা তখন ক্ষমতায়। ওই অবস্থায় আমি দেশে ফিরে এসেছি। আমি যদি ভীত হতাম হয়তো আর জীবনে আসতে পারতাম না। কিন্তু আমি তো ভয় পাইনি। আল্লাহ জীবন দিয়েছে, আল্লাহ একদিন নিয়ে যাবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বলেছি একদিকে করোনা মোকাবেলা করব, পাশাপাশি মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনটা যাতে চলে তারা যেন কষ্ট না পায় তাদের জন্য যা করণীয় সেটা করে যাব। কাজেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চলুন সবাই মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি এই করোনাভাইরাসের হাত থেকে যেন মানব জাতি রক্ষা পায়।

আবেগ দিয়ে নয়, বিবেক দিয়ে দেখুন

“ আপনি বিদেশে থাকেন, লেখক, নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক পরিচয় দেন। আপনার ফেসবুক ওয়ালে দেখি শুধু আওয়ামী সরকার বিরোধিতা, একটিও উন্নয়ন বা সাফল্যের লেখা নেই।

লিখেছেন সরকার উন্নয়ন নিয়ে কটাক্ষ করে, কোথায় চাল চুরি হয়েছে, অতি সুক্ষ অনিয়মগুলোও আপনার বাইনোকুলারে ধরা পড়ে যায়। কই ছিলেন আপনি ২০১০ সালের আগে। তখন কি আপনার বিবেকবোধ মনে হয় মায়ের গর্ভে ছিল। যেই না আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলো, সাথে সাথে আপনার

বিবেকবোধ প্রসব করিলো। যা মনে আসে, যা মনে আসে তাই বলে ফেলেন। আবার বলেন বাক স্বাধীনতার কথা।

গ্রামে যান, জিজ্ঞাসা করুন। গ্রামের প্রায় বাড়ীতে মোটরসাইকেল, টিভি ফ্রিজ। মংগা নেই, সার সংকট নেই, সেচ সংকট নেই, প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুৎ, গ্রামের মানুষ দরজা খুলে ঘুমায়, চোর ডাকাতের উৎপাতের চিন্তায় পাহারা দেয়া লাগে না।

কয়েক বছর আগেও নাইট কোচে ঢাকায় আসতাম। গাবতলি পৌছালে ভোর ৩ টা থেকে গাবতলিতে বসে থাকতে হতো সকাল না হওয়া পর্যন্ত। এখন যখন গাড়ী থেকে নামি তখন বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। গাবতলির ৮ নং গাড়ি ছিল পকেটমার আর মলম পার্টির নিয়ন্ত্রনে। এখন কি তা কমে যায় নি?
আগারগাও- মিরপুর তালতলায় রাত ৮ মানে হরহামেশা ছিনতাই। সন্ধ্যার পর মহিলাদের জন্য ছিল একপ্রকার কারফিউ। এখন শুধু ঢাকা না, গ্রামের মানুষরাও গভীর রাত পর্যন্ত চলাফেরা করে। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়।

মতিঝিলে গুলি বোমা মেরে টাকা ছিনতাই হতো না, এমন কোন দিন কি ছিল? এখন কয়দিন এমন ঘটনা শুনতে পান? টিআইবি বলছে, দুর্নীতিতে আগে ছিলাম ১ এখন ১৫,১৭। মানে দুর্নীতিও কমেছে। সূচক পয়েন্ট অনেক ভাল। আপনারা বলছেন, টাকা লুট হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ আমলে। বিএনপির সময় তো হয় নি,

আমার প্রশ্নঃ
তাহলে বিএনপির আমলে কেন নিজ টাকায় পদ্মা সেতু হয় নি, হাতিরঝিল হয় নি, এতোগুলো ফ্লাইওভার হয় নি, বিদ্যুতকেন্দ্র হয় নি, পারমানবিক প্রকল্প হয় নি, মেট্রোরেল হয় নি, নিজস্ব স্যাটেলাইট হয় নি, ১০০ অর্থনৈতিক জোন হয় নি, দুটি নয় একটিও সমুদ্রবন্দর হয় নি, এলএনজি গ্যাস আসে নি? রেল ব্যবস্থায় হাত দেয় নি? সব লুট হলে প্রবৃদ্ধি বাড়ে কিভাবে। দেশের রিজার্ভ এখন কতো জানেন কি?

বলেন কি!
এসব নাকি কালের বিবর্তনে।আমার প্রশ্ন, ২০০১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত কালের বিবর্তনে কোন উন্নয়ন আপনার চোখে পড়েছে। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ যে পরিমান বিদ্যুৎ রেখে গিয়েছিলো, কালের বিবর্তনে তা কমে গেছিলো। দেশ অন্ধকারে ছিল, হারিকেন জ্বালাতেন।

মেগা প্রকল্প বলতে বিএনপির একটা প্রকল্পের নাম কি বলা যাবে?

গড় আয় ১০ বছরে ১০০০ মার্কিন ডলার বেড়ে দাড়িয়েছে ২০০০ মার্কিন ডলার হিসাব আছে? টেন্ডারবাজী রোধে ই-টেন্ডার চালু হয়েছে। আগের টেন্ডারবাজীর চিত্রগুলো কি আবার মনে করিয়ে দিতে হবে? বলবো না এই দেশ রাতারাতি ইউরোপ আমেরিকা হয়ে গেছে, তবুও সরকারী দলের এমপি মন্ত্রী হয়েও জেলে যাওয়ার নজীর সৃস্টি হয়েছে। বুঝতে হবে আমেরিকায় থাকেন, এই দেশের আমরা কিন্তু আমেরিকানদের মতো না। ১০ বছরে দেশ ইউরোপ আমেরিকা বানানো সম্ভব না।

The Rome was not build over night. আমেরিকায় আছেন, ওখান ত্রান পাঠালে ত্রান চূরি হবে কি হবে না তা আর বুঝতে বাকি নাই। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় লুটপাট হতে দেখেছি। যা আমার দেশেও হয় না।

সমুদ্রসীমানা আদায়ে, ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বিএনপি কি করেছিল? আওয়ামী লীগ করেছে। তথ্য-প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে দেশ। এক্ষেত্রেও বিশ্বের কাছে রোল মডেল। হাই ওয়েগুলোর দিকে তাকান, পরিবর্তন চোখে পড়ে না? বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটি ছুতে পারি, স্বচক্ষেও দেখতে পারি নি। স্বচক্ষে দেখেছি এটার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ হাসিনাকে। দেশ যা কল্পনাও করতে পারি নি, হাতিরঝিল প্রকল্প, মেট্রো রেল, পদ্মা সেতু, কর্নফুলী ট্যানেল, বিদ্যুৎ বিপ্লব, পারমাণবিক প্রকল্প, আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর, ই-টেন্ডার প্রক্রিয়া, এলএনজি গ্যাস, আর দুটি সমুদ্র বন্দর, ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল। কল্পনা করেছিলেন শেখ হাসিনা, বাস্তবায়নও করে দেখিয়েছেন।

কেউ কি আমাকে দেখাতে পারবেন, শেখ হাসিনার মতো আর একজন স্বপ্নবাজ ভিশনারী নেতা যা মাথায় এমন একটি মেগা প্রকল্পের চিন্তা এসেছে বা আসতে পারে? সরকারের ক্রটি নেই তা বলা যাবে না তবে অর্জন যা হয়েছে তা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। অন্য দল যা পারে নি তাই পেরেছে আওয়ামী লীগ। বুঝলাম আওয়ামী লীগ খারাপ, বিকল্পের নাম বলুন। সমাধানের কথা বলুন। দোষ ক্রটি, ভাল মন্দ সব নিয়ে লিখুন, তাহলে বলবো আপনি নিরপেক্ষ, না হলে আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আপনিও কোন দলের দলকানা।

লেখক: সদস্য,প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

প্রধানমন্ত্রী অনেক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন: হানিফ

প্রধানমন্ত্রী জনগণের জীবন ও জীবিকার কথা মাথায় রেখে অনেক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজকে গার্মেন্ট কারখানাগুলো চালু হওয়ার পর অনেকেই চিন্তা করেছেন এতে হয়তো সংক্রমণ আরও বাড়বে। কিন্তু আমরা মনে করি অনেক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শেখ হাসিনা।

মঙ্গলবার দুপুরে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপ-কমিটির আয়োজনে কোভিড-১৯ বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ কর্মশালার ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ।

বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসায় যেন কোনো ঘাটতি না থাকে সে জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিমুহূর্ত মনিটরিং করছেন জানিয়ে তিনি বলেন, এই দুর্যোগ মেকাবেলা করতে শুরু থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি মুহূর্ত মনিটরিং করেছেন। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন যাতে দুর্যোগকে মোকাবেলা করতে পারি। মানুষ যাতে খাদ্য ও চিকিৎসায় কষ্ট না পায় সে জন্য সার্বক্ষণিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে সরকার ও চিকিৎসকদের নির্দেশ মেনে চললে সংক্রমণ আরও কম হতো দাবি করে হানিফ বলেন, বিশ্বের মানুষের কাছে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই ভাইরাস থেকে কীভাবে মানুষ মুক্তি পাবে। উন্নত বিশ্বের মতো আমরাও বড় একটি দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করছি। ইতিমধ্যে শেখ হাসিনার সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ শুরু থেকে নিয়েছেন। দিন দিন সংক্রমণ বাড়ছে, তবে সরকার ও চিকিৎসকদের নির্দেশ মেনে চললে এত সংক্রমণ হতো না।

সেফটিকে অগ্রাধিকার দিলে সংক্রমণ হওয়ার সুযোগ নেই জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা যদি সেফটিকে অগ্রাধিকার দেই তাহলে সংক্রমণ হওয়ার সুযোগ নেই। এটি কঠিন কাজ নয়। মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করা। এবং নাকে-মুখে যতটা সম্ভব হাত না দেয়া, হাত ধোয়া এবং সামাজিক দূরত্ব যদি রাখতে পারি তাহলে আমরা করোনার এই ট্রান্সমিশন বন্ধ রাখতে পারি।

দেশবাসীর উদ্দেশে হানিফ বলেন, করোনাভাইরাস যেটি মহামারী আকারে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে সে জন্য আমরা সচেতন হই। শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রাখুন। উনি দায়িত্ব নেয়ার পর সব সেক্টরে এগিয়ে গেছি। তিনি এই দুর্যোগ মোকাবেলা করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সফল হবেন।

আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হোসেন মনসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কমিটির সদস্য সচিব ও দলের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর।

সারা দেশেই প্রশিক্ষণ কর্মশালা করা হবে জানিয়ে আবদুস সবুর বলেন, অনলাইনে করোনাবিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ কর্মশালা দেশের প্রত্যেক জেলা-উপজেলা পর্যায়ে করা হবে। আমরা প্রথমে বিভাগভিত্তিক করব, পর্যায়ক্রমে জেলা-উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শুরু করব। সূত্র-যুগান্তর

আগের চেয়ে সুস্থ ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর শারীরিক অবস্থা বিগত চার দিনের তুলনায় ভাল বলে জানিয়েছেন তার গণমাধ্যম সমন্বয়কারী জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. নাজিম মোহাম্মদ এর বরাত দিয়ে তিনি বলেন, ডা. জাফরুল্লাহ ফুসফুসের ইনফেকশনে আক্রান্ত ছিলেন, এজন বুকে কফ জমেছিল। তবে মঙ্গলবার থেকে সেটি কমতে শুরু করেছে। তাছাড়া অক্সিজেনও সার্বক্ষণিকভাবে লাগছে না। অক্সিজেন ছাড়াই তিনি স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারছেন। তিনি আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ আছেন।

ক্ষমতার ক্ষুধায় ফখরুলের হৃদয় হাহাকার করছে: কাদের

‘মানুষ ক্ষুধায় হাহাহার করছে’- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, উনি মানুষের ক্ষুধার হাহাকার কোথায় দেখছেন। বিএনপির হৃদয়ে ক্ষমতার ক্ষুধা, সে ক্ষুধার তীব্রতায় মির্জা ফখরুলের হৃদয়ে হাহাকার করছে।

মঙ্গলবার রাজধানীর সংসদ ভবনের সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

রাজনৈতিক অশুভ উদ্দেশে সত্যকে আড়াল করে অন্ধকারে ঢিল না ছুড়তে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

‘সারা দেশে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলা দেয়া হচ্ছে- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের এমন বক্তব্যের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, কোথায় ঢালাওভাবে গ্রেফতার ও মামলা করা হচ্ছে, তার সঠিক তালিকা দিন।

তিনি বলেন, জনমানুষের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতায় বিএনপির গা জ্বালা করছে। তাই এসব মিথ্যাচার করছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, কোভিড ১৯-এর এই সময়ে আওয়ামী লীগের এখন একটাই কর্মসূচি, তা হচ্ছে– অভিন্ন শত্রু করোনা মোকাবেলা করা।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, নিউজিল্যান্ড ও ভিয়েতনাম করোনামুক্ত হতে পারলে আমরা কেন পারব না? সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরাও পারব এবং সফল হব ইনশাআল্লাহ।

ওবায়দুল কাদের বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার ও গুজব রটানো হচ্ছে। এসব গুজব ভাইরাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংকটের সুদক্ষ ও সফল নেতৃত্ব

বলে উল্লেখ করেন। বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রাখুন।

তিনি বলেন, সরকারের সামনে এখন দুটি চ্যালেঞ্জ- একটি করোনা সংক্রমণ রোধ ও আক্রান্তদের চিকিৎসা; অন্যদিকে করোনাজনিত অসহায় ও দরিদ্র মানুষের সুরক্ষা করা।

তিনি বলেন, কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চ্যালেঞ্জ উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকার নিরলসভাবে কাজ করছেন, এতে জনগণের আস্থাও রয়েছে। শুধু মিথ্যাচার করছে বিএনপি।

তিনি সরকারকে ঠেকাতে গিয়ে দেশের ক্ষতি না করতে বিএনপি নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। সূত্র-যুগান্তর

নাসিম আরও ৭২ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে আরও ৭২ ঘণ্টার নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশ স্পোশালাইজড হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরান চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। তার অবস্থার উন্নতি কিংবা অবনতি হয়নি।

এদিকে দ্বিতীয়বারের মতো নমুনা পরীক্ষায় মোহাম্মদ নাসিমের শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। আগামীকাল বুধবার আবার তার নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

বর্তমানে রাজধানীর শ্যামলীর বেসরকারি এই হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভেন্টিলেশনে আছেন মোহাম্মদ নাসিম। অচেতন অবস্থায় তাকে লাইফসাপোর্ট দিয়ে রাখা হয়েছে। মস্তিস্কে অস্ত্রোপচারের পর থেকেই তিনি কোমায়। চিকিৎসকেরা পরবর্তী পদক্ষেপ না নেয়া পর্যন্ত এ অবস্থায়ই তার চিকিৎসা চলবে।

এদিকে মোহাম্মদ নাসিমের শারীরিক অবস্থা নিয়ে সোমবার রাত সাড়ে ৮টায় মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা অনলাইনে মিটিং করেন। এ সময় বোর্ডের সদস্যরা তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নাসিমের অবনতি না হওয়ায় আশাবাদী হন ডাক্তাররা।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালের পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরান চৌধুরী সোমবার রাত ১১টায় যুগান্তরকে বলেন, মেডিকেল বোর্ডের মিটিং হয়েছে। মোহাম্মদ নাসিমের শারীরিক অবস্থা আগের মতোই আছে। এটাকেই ইমপ্রুভমেন্ট বলা হয়। তার চিকিৎসা আগের মতোই চলবে বলেও জানান তিনি।

১ জুন জ্বর-কাশিসহ করোনাভাইরাসের লক্ষণ নিয়ে এই হাসপাতালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম। সেখানেই করোনাভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টায় মোহাম্মদ নাসিমের ব্রেনস্ট্রোক হয়। হাসপাতালের নিউরো সার্জন অধ্যাপক রাজিউল হকের নেতৃত্বে কয়েক ঘণ্টায় তার অস্ত্রোপচার সফল হয়। কিন্তু মাথার ভেতরে কিছু রক্ত জমাট বেঁধে আছে। স্ট্রোকের পর থেকেই তিনি অচেতন অবস্থায় আছেন। সুত্র-যুগান্তর

চীনের মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা আসায় রোগীরা সাহস পাবেন: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশকে কারোনা চিকিৎসায় সহযোগিতা করার জন্য চীনের ১০ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল সোমবার ঢাকায় এসে পৌঁছেছে। তারা আগামী ২২ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করবেন।

বিমানবন্দরে চীনের চিকিৎসক দলকে স্বাগত জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, চীনের চিকিৎসক দলের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা উৎসাহ পাবেন। তাছাড়া এদেশের রোগীরাও সাহস পাবেন।

তিনি বলেন, পৃথিবীর সব দেশকে সম্মিলিতভাবে করোনা মহামারী মোকাবিলায় কাজ করতে হবে। করোনা বৈশ্বিক ইস্যু এবং এটা কোনো একক দেশের পক্ষে ম্যানেজ করা সম্ভব নয়। করোনা পরবর্তী অথনৈতিক সমস্যা মোকবিলায়ও বিভিন্ন দেশের পারস্পারিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চীন বাংলাদেশের করোনা মোকাবিলায় সহযোগিতার পাশাপাশি রোহিঙ্গা বিষয়েও বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কাজ করছে।

তিনি বলেন, আশা করি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানেও চীনের সহায়তা আমাদের অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো গভীর হবে বলে ড. মোমেন আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ড. মোমেন বলেন, চীনের এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল আমাদের চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন, বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিদর্শন করবেন। প্রয়োজনবোধে তারা এদেশের করোনা চিকিৎসার বিষয়ে সুপারিশ করবেন। এতে আমাদের রোগীরা সাহস পাবেন।

এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, চীন করোনা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে। করোনা রোগী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশও চীনকে অনুসরণ করছে। এমনকি নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিও চীন প্রথম আবিষ্কার করে।

এ সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক এফ এম বোরহান উদ্দীন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সাড়া নেই নাসিমের, পরবর্তী

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

রয়েছে। তাকে অনেক ধরনের সাপোর্ট দেয়া আছে। সে জন্য ঝুঁকির কারণে এখন সিটিস্ক্যান করা যাচ্ছে না। তার শরীরের অবস্থা আরেকটু উন্নতি হলে সিটিস্ক্যান করা হবে।

১ জুন জ্বর-কাশিসহ ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম। সেখানে করোনাভাইরাস পরীক্ষায় ফল পজিটিভ আসে। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টায় মোহাম্মদ নাসিমের ব্রেনস্ট্রোক হয়। হাসপাতালের নিউরো সার্জন অধ্যাপক রাজিউল হকের নেতৃত্বে কয়েক ঘণ্টায় তার অস্ত্রোপচার সফল হয়। সফল অস্ত্রোপচার হলেও এখনও তার মাথার ভেতরে বেশ কিছু রক্ত জমাট বেঁধে আছে। স্ট্রোকের পর থেকেই তিনি অচেতন অবস্থায় আছেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মোহাম্মদ নাসিমের চিকিৎসায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ও নিউরো সায়েন্সের পরিচালক প্রফেসর ডা. দ্বীন মোহাম্মদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা. কনক কান্তি বড়ুয়াসহ ১৩ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। নাসিমের ছেলে তানভীর শাকিল জয় ও চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে তার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থাসহ সার্বিক খোঁজখবর রাখছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নাসিম আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যের পাশাপাশি ১৪ দলের মুখপাত্রও। ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান মোহাম্মদ নাসিম। এর আগে ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় স্বরাষ্ট্রসহ একাধিক মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।
সূত্র-যুগান্তর

এই দুর্দিনে শ্রমিক ছাঁটাই করবেন না: কাদের

করোনা মহামারীর মধ্যে পোশাকশিল্পসহ অন্যান্য সেক্টরে শ্রমিক ছাঁটাই নিয়ে যে আলোচনা চলছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী